একটি ইমরোজ টেলিফিল্ম প্রকাশনা
আনন্দ আলো
16 February, 2013 Page: 23

কাগজের বইয়ের আবেদন কখনই শেষ হবে না

–সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী, ব্র্যাক ব্যাংক

১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩, বাংলা একাডেমী চত্বরে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা। প্রতিবছরের মতো পাঠক আর লেখকদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ। এ বছর বইমেলার আয়োজনে বাংলা একাডেমীর সহযোগী ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড এবং চ্যানেল আই। বইমেলার সঙ্গে সম্পৃক্ততা সম্পর্কে আনন্দ আলো'র সাথে কথা বলেন ব্র্যাক ব্যাংক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান।

***আনন্দ আলো:** অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩-এর সহযোগী হবার ক্ষেত্রে কোন ভাবনা কাজ করেছে?*

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান: বাংলাদেশি ব্যাংক হিসেবে ব্র্যাক ব্যাংক সবসময় দেশীয় ঐতিহ্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিকাশে বিভিন্ন আয়োজনে সাধ্যমত সহযোগিতা করার চেষ্টা করে। এর ধারাবাহিকতায় ব্র্যাক ব্যাংক এ বছর চতুর্থবারের মত বইমেলার সহযোগী হয়েছে। এবার চ্যানেল আই ও ব্র্যাক ব্যাংক যৌথভাবে বইমেলা আয়োজনে সহযোগিতা করছে বাংলা একাডেমীকে। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে বাংলা একাডেমীর গ্রন্থমেলা। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদেরকে বইমুখী করতে ভূমিকা রাখবে এই গ্রন্থমেলা। আমরা জানি বই-ই শক্তি এবং বই-ই মুক্তি।

বইমেলার দৈনন্দিন খবরাখবর নিয়ে আনন্দ আলোর উদ্যোগে বইমেলা প্রতিদিন নামক দৈনিক প্রকাশনার সাথেও সহযোগী হিসেবে আছে ব্র্যাক ব্যাংক। গত বছর আনন্দ আলো ও ব্র্যাক ব্যাংক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে বইমেলায় আয়োজন করে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। ব্র্যাক ব্যাংকের তরুণ কর্মকর্তারা শিশুদের মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখান এবং বই কিনে দেন। প্রথমবার বইমেলায় এসে ও বই উপহার পেয়ে শিশুরা পুলকিত হয়। এই উদ্যোগ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের যেমন আনন্দিত করে সাথে সাথে তাদের বইমুখী করতে ভূমিকা রাখে। এ বছরও আমরা আনন্দ আলো'র সাথে শিশুদের জন্য এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করব।

***আনন্দ আলো:** অনেকে বলেন সাহিত্যের উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা জরুরি। আপনিও কী তা মনে করেন? এক্ষেত্রে কোনো পরামর্শ আছে কি?*

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান: শুধুমাত্র সাহিত্যের উন্নয়নে নয় বরং আমাদের দেশের সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের পৃষ্ঠপোষকতা আবশ্যক। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে এই ক্ষেত্রে উদ্যোগ বা বিনিয়োগ তেমন একটা চোখে পড়ে না। কিছু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে যার পরিধি আরও বাড়াতে হবে। শুধুমাত্র ফেব্রুয়ারি বা বইমেলার সময়ের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে বছরব্যাপী বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে সাহিত্য চর্চারও বিকাশ করতে হবে। আমরা মনে করি দেশের শিল্প ও সংস্কৃতিতে সহযোগিতা একধরনের বিনিয়োগ– মানুষের মনন ও সৃজনশীলতার সমৃদ্ধিতে বিনিয়োগ। তাই দেশের সকল কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

***আনন্দ আলো:** আপনার প্রতিষ্ঠান সাহিত্য পুরস্কার প্রদান কার্যক্রমের মতো আর কী কী সৃজনশীল উদ্যোগের সাথে জড়িত। বিস্তারিত বলুন?*

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান: গত বছর থেকে আমরা শুরু করেছি "ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার"। বাংলা সাহিত্যের মৌলিক সৃষ্টিকর্মকে উৎসাহ প্রদানের জন্য এ পুরস্কারের আয়োজন করা হয়। প্রয়াত লেখক হুমায়ূন আহমেদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এ বছর তরুণ সাহিত্যিক পুরস্কারকে "হুমায়ূন আহমেদ পুরস্কার" হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়া "কবিতা ও কথাসাহিত্য", "প্রবন্ধ, আত্মজীবনী, ভ্রমণ ও অনুবাদ" শাখায়ও পুরস্কার দিচ্ছি। এ পুরস্কার বাংলাদেশের লেখক ও পাঠক মহলে ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। একে দেশের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য পুরস্কারে পরিণত করার জন্য আমরা সমকালের সাথে কাজ করছি। এছাড়া আলোকিত মানুষ সৃষ্টির প্রয়াসে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সাথে আমরা কাজ করছি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লাইব্রেরি উন্নয়ন ও অন্যান্য প্রকল্পে সহযোগী হিসেবে আছে ব্র্যাক ব্যাংক।

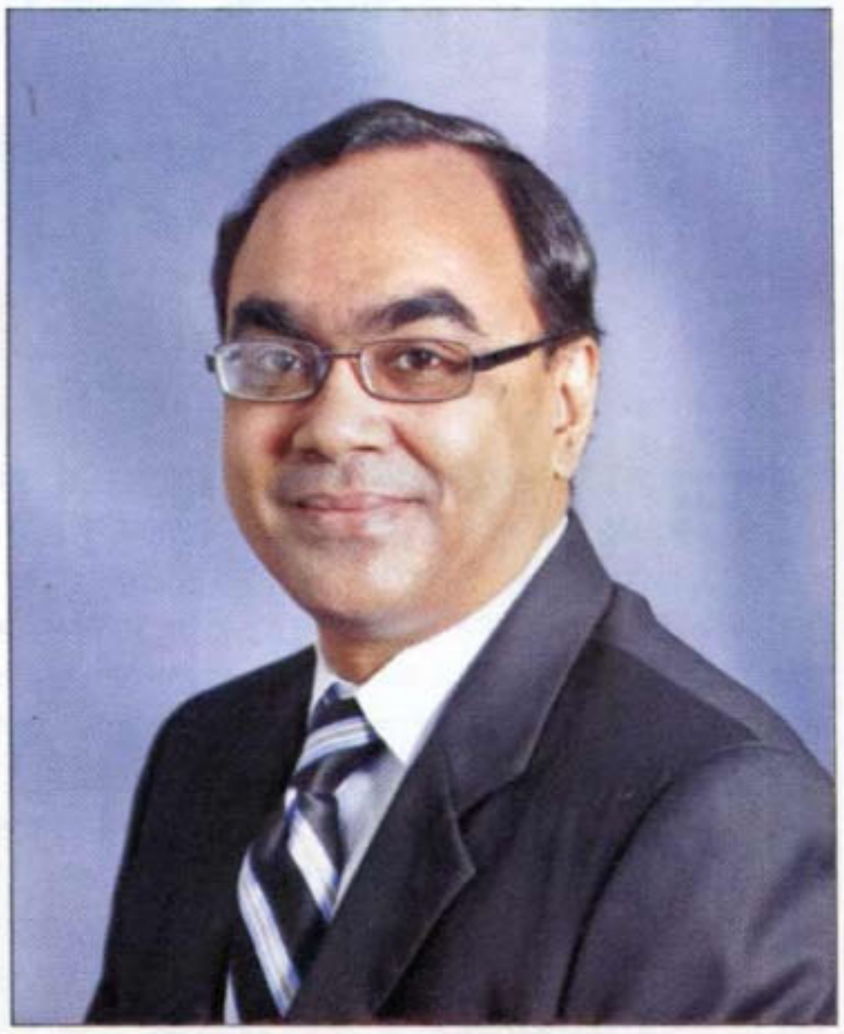

***আনন্দ আলো:** অনেকে বলেন, ফেইসবুক, ই-মেইল, ইন্টারনেট ও ব্লগ চর্চার এই সময়ে বইয়ের পাঠক কমে যাচ্ছে। আপনি কী তা মনে করেন? বিস্তারিত বলুন?*

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান: তথ্যপ্রযুক্তির যুগে অনলাইনে বই পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, পাম্পটপ এমনকি স্মার্টফোনের ই-বই পড়া যাচ্ছে। তবে কাগজের বইয়ের ভিন্ন আমেজ আছে। বইয়ের পাতার মায়াবী গন্ধ আছে। আমি মনে করি কাগজের বইয়ের আবেদন কখনোই শেষ হবে না। ছুটির দিনে, কাজের ফাঁকে বা অবসরে বই পড়ার মজাই আলাদা। উপহার হিসেবে কাগজের বইয়ের বিকল্প নেই। আমরা দেখেছি অনলাইন পত্রিকার আগমনে কাগজের পত্রিকার চাহিদা কমেনি। যে মাধ্যমেই বই থাকুক না কেন, আসলে পড়ার অভ্যাসটা ধরে রাখাটাই জরুরি।

***আনন্দ আলো:** বইপাঠে আরো বেশি মানুষকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে?*

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান: বই পাঠে উদ্বুদ্ধ করতে বাবা-মা ও শিক্ষকদের ভূমিকা রাখতে হবে। ছোটবেলা থেকে বই কেনা ও পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পারিবারিক লাইব্রেরি গড়ে তুলতে হবে। পরিবারে বড়দের বই পড়ার অভ্যাস থাকলে ছোটরাও অনুপ্রাণিত হবে। বই পাঠের অভ্যাস মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। উপহার হিসেবে বই দিতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির যুগের সাথে তালমিলিয়ে আমাদের প্রকাশকদের আরও ই-বুক প্রকাশ করতে হবে যাতে নতুন প্রজন্ম অনলাইনে দেশি বই পড়তে পারে।

***আনন্দ আলো:** আপনি কী বই পড়েন? প্রিয় বইয়ের নাম কী?*

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান: ছেলেবেলা থেকেই বইয়ের প্রতি আমার ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণ। ছাত্রজীবন থেকেই পাঠ্যবইয়ের বাইরে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধের বই পড়ার অভ্যাস ছিল। এখনো অনেক বই পড়ি। অবসর সময়ে ছুটির দিনে বাসার লাইব্রেরিতে অনেক সময় কাটাই। অনেক লেখকের বই পড়ি। যেকোনো ভালো বই, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস পড়তে ভালো লাগে।

***আনন্দ আলো:** একুশে বইমেলা সম্পর্কে আপনার ভাবনা কী? এটা কী শুধু বইয়ের মেলা নাকি আরো বড় কিছু?*

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান: বই খুলে দেয় মনের জানালা, অন্ধকার দূর করে নিয়ে আসে আলো। তাই জ্ঞানপিপাসুরা বারবার ছুটে আসে গ্রন্থমেলায়। এটি শুধু বইমেলা নয়, আমাদের সংস্কৃতির পরিচয়। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও স্বকীয়তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে বাংলা একাডেমীর গ্রন্থ মেলা। ■